[redacted]

[redacted] (COVID-19) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

জন্য এরা দায়বদ্ধ এবং ধূমপান করলে তখন তা প্রভাবিত হয়। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের সময়, নিউট্রোফিল নামক শ্বেতরক্ত কোষের প্রদাহ দেখা দেয়। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট, ধূমপান করোনাভাইরাসের প্রভাবকে আরও খারাপ করে তোলে।

যদি কেউ ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তবে এটি খুব ভালো সময়। আমরা এ সংকটের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি, ক্ষত নিরাময়সহ শরীরের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করতে সহায়তা করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেসব শিশু ধূমপায়ীর সংস্পর্শে আসে, তাদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান বন্ধ করলে পরিবারের ধূমপান সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরোক্ষ ধূমপান এক্সপোজার হ্রাস করা, বিশেষত বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফুসফুসের অন্যান্য ভাইরাস দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি একই রকম হতে পারে। এ জন্য ধূমপায়ীদের যদি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। সুতরাং এখনই যারা ধূমপান ছাড়তে চান, তাদের নিকোটিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

গ্রিসে করোনা ঠেকাতে মুসলিম শহর লকডাউন

করোনাভাইরাস ঠেকাতে সমগ্র গ্রিস লকডাউন করে ফেলা হয়েছে। অবরোধ করা হয়েছে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি মুসলিমপ্রধান

শহরও।

গত কয়েকদিনে এই অঞ্চলে বেশ কয়েকজন আক্রান্ত ও অন্তত একজনের মৃত্যুর পর বুধবার জনবহুল সানথি নগরীতে তালাবন্দি করা হয়।

পুরো দেশ এক ভুতুড়ে অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় নেই কোনো জনমানব। অফিস-আদালত, দোকানপাট, রাস্তাঘাট সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দুই সপ্তাহ আগেই।

জনমানবশূন্য এমন নগরী দীর্ঘ ইতিহাসে যেন গ্রিকবাসী ভয়াবহ এই পরিস্থিতি কখনও কল্পনা করেনি। সবাই চাপা উৎকণ্ঠায় নিজ গৃহে আবদ্ধ। খবর এএফপির।

১৫ দিনের জন্য সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টা থেকে ১৫ এপ্রিল বেলা ৩টা পর্যন্ত গ্রিসে সবকিছু লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

নাগরিক সুরক্ষা বিষয়ক উপমন্ত্রী নিকোস হারদালিয়াস বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সব বাসিন্দাকে অস্থায়ীভাবে ঘরবন্দি করা হয়েছে। ভাইরাসের উপকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে সানথির এথিনোস শহর। অন্তত ২৫০০ মানুষের বাস এখানে।

গ্রিসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৭১ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াসহ ৬৯৫ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

সোমবার পর্যন্ত করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ১৫ জন। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭। এর মধ্যে সানথিতে আক্রান্ত হয়েছে ৯ জন।

এর আগে সোমবার গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ক্রিয়াকো মিসোতাকিস জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে গ্রিকবাসীকে ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানান। বর্তমান কঠিন সময়ে গ্রিক সরকার জনগণের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সুত্র-যুগান্তর

২ জনকে গুলি করে হত্যা,লকডাউন অমান্য

করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমাতে দেশব্যাপী ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে বাড়ির বাইরে আসায় রুয়ান্ডায় দুই যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে জানানো হয়, রুয়ান্ডা ন্যাশনাল পুলিশের মুখপাত্র জন বস্কো ক্যাবেরা বলেন, নিহত দুই যুবক পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এরপর গুলি করা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে রুয়ান্ডার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর উপসাহারা অঞ্চলের দেশের মধ্যে এখানেই প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সপ্তাহব্যাপী লকডাউন শুরু হয় গত রোববার থেকে। শুধু জরুরি পরিষেবাগুলো এ সময় চালু আছে।

Lifebuoy Soap
রুয়ান্ডা থেকে পেরু, জর্ডান থেকে ইতালি—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউনের বিষয় নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে।

অনলাইন ডেস্ক প্রথম আলো

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ, পুলিশের গুলিতে নিহত ১

দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পাটকলশ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ থেকে ১২ জন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার বিরল ইউনিয়নের

রবিপুর গ্রামে পাটকলের প্রধান ফটকে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম সুরত আলী (৩৬)। তিনি পাটকলের পাশের চায়ের দোকানি ও বিরল পৌর এলাকার হোসনা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন সপ্তাহের বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকে রূপালী জুট মিলের সামনে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। সন্ধ্যা থেকে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করেন মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আব্দুল লতিফ। পরে এম আব্দুল লতিফ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে মিলের কার্যালয় ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুলি ছোড়ে ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

বিরল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ নাসিম হাবিব এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছেন। শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁরা কারখানা ভাঙচুর করেছিলেন। পুলিশ বাধা দিলে একপর্যায়ে উল্টো পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন শ্রমিকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে এবং পরে কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ সময় উভয় পক্ষের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।
বিরল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোকাদ্দেস আজ বৃহস্পতিবার সকালে জানান, একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির থুতনিতে একটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো#

করোনা ভাইরাসের কারণে অনাড়ম্বরভাবে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন মেহেরপুরে

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস আজ ২৬ মার্চ। বাঙালি জাতির জীবনে অনন্যসাধারণ একটি দিন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায় দিনটি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধিকারের দাবিতে জেগে ওঠা নিরীহ বাঙালির ওপর চালিয়েছিল নির্মম হত্যাযজ্ঞ। এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তারের আগমুহূর্তে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনার এই সময়টি জাতি নিবিড় আবেগের সঙ্গে স্মরণ করে। কিন্তু এবার এমন এক সময়ে ৪৯তম স্বাধীনতা দিবস সামনে এল, যখন নভেল করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব আক্রান্ত।

এই কারণে ৩১ বার তোপধ্বনি, শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে অনাড়াম্বর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়। পরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ,জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে স্মৃতিসৌধ ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গণকবরে পৃথক পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এরপর জেলা বাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি এবং পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

সকাল ৮ টায় শহীদ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এসময় জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সালাম প্রদান করা হয়। পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, হাসিবুল আলম, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর মাহমুদুল হাসান প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মেহেরপুরের স্বল্পসংখ্যক ভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন ও পিপি পল্লব ভট্টাচার্য শহীদ স্মৃতি বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান এবং সকাল ১০ টার দিকে জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে মাসুদ অরুন পৃথক পৃথকভাবে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন। করোনা ভাইরাসের কারণে এবার অনাড়ম্বরভাবে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

মুজিবনগরে অনাড়াম্বর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে মুজিবনগরে অনাড়াম্বর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে।

সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়। পরে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো ওসমান গনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এর আগে সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়।

একসাথে দুজন চলাফেরা নিষিদ্ধ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও ঘরে অবস্থান নিশ্চিত করতে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকার

রাস্তায় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে পুলিশ।

এ সময় সেনাবাহিনীও মাঠে থাকবে। সরকারের নানা পরামর্শ আর নির্দেশনার পরেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসেনি। বরং মানুষ ঘরে থাকার চেয়ে ছুটির মুডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ধর্মতাত্বিকরা বারবার ঘরে বসে নামাজ পড়ার আহ্বান জানালেও কিছু ‘অতি ধার্মিক’ লোক দেখানোর জন্য মসজিদে যাচ্ছে। এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস।

প্রয়োজন ছাড়া কাউকে রাস্তায় থাকতে দেওয়া হবে না। কেউ বের হলে তাঁকে পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হবে। তবে সংবাদপত্রসহ জরুরি সেবা আওতামুক্ত থাকবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী আজ থেকে সারাদেশে একসাথে দুজন চলাফেরা করতে পারবে না কেউ। জরুরি কাজ ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। আর গেলেও তাকে জিজ্ঞাসাবের মুখোমুখি হতে হবে।

এমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। উপকূলীয় এলাকায় কাজ করবে নৌবাহিনী। জরুরি ওষুধ সরবরাহ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করবে বিমান বাহিনী আর শহরগুলোতে সার্বিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে সেনাবাহিনী।

কুষ্টিয়ায় দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার উদ্যোগে ভাইরাস নাশক স্প্রে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার উদ্যোগে বিভিন্ন যানবাহনে ভাইরাস নাশক স্প্রে কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের শাপলা চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। শহরে আসা বিভিন্ন ভ্যান,রিক্সা, ইজি বাইক, মোটর সাইকেল সহ বিভিন্ন যানবাহনে এ ভাইরাস নাশক স্প্রে করা হয়।

এসময় এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক দিনের খবরের উপদেষ্টা ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল, কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ফেরদৌস রিয়াজ জিল্লু, যমুনা টেলিভিশনের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি মাহাতাব উদ্দিন লালন, দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার পরিচালনা পর্ষদের সহ সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মোমিন, ক্রীড়া সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান (লিটন), সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল পারভেজ, যুগ্ম সম্পাদক বনি ইসরাঈল সিদ্দিকী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সহ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

এসময় স্প্রে-র পাশাপাশি সবাইকে সচেতনা মূলক বক্তব্য দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, করোনা ভাইরাস থেকে সবাইকে সচেতন হতে হবে। নিজ নিজ জায়গা বা ব্যবহিত জিনিসপত্র ভাইরাস নাশক স্প্রে দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। দুই হাত পরিস্কার রাখতে হবে এবং সব সময় সচেতন থেকে চলাফেরার আহ্বান জানান।

নিউইয়র্কে ২১১ পুলিশ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) ২১১ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

পুলিশ এরই মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির পার্কগুলোতে টহল শুরু করেছে। মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয় কিনা দেখে জরিমানা করার জন্য। মঙ্গলবার পুলিশ অধিদফতর এক ঘোষণায় এ তথ্য জানায়।

পুলিশের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এনওয়াইপিডির সদস্যদের মধ্যে ১৭৭ জন ইউনিফর্ম অফিসার। বাকিরা সাদা আছেন পোশাকে।

এনওয়াইপিডি পার্ক এবং রাস্তায় টহল শুরু করেছে, বাসিন্দারা উপযুক্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন কিনা তা নজরদারি করার জন্য।

এ ছাড়া গাড়ি সাইট পার্কিং ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেডারেল সরকার মরিয়াভাবে প্রয়োজনীয় ৪০০ সেট পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসামগ্রী (ভেন্টিলেটর) সরবরাহ করেছে, যা নিউইর্য়ক সিটি হাসপাতালে বিতরণ করা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

বিএসএমএমইউতে খালেদা জিয়ার মুক্তির চিঠি

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার। তার মুক্তির চিঠি এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পৌঁছে গেছে। এই চিঠি নিয়ে গেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী।

বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এই কারা কর্মকর্তা বিএসএমএমইউয়ে চিঠিটি নিয়ে যান।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএসএমএমইউয়ের উপাচার্য (ভিসি) কনক কান্তি বড়ুয়া।

তিনি বলেন, কারা কর্মকর্তাসহ হাসপাতালের পরিচালক খালেদা জিয়ার কেবিনের সামনে অবস্থান করছেন। তার মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক সব কাজ শেষ করেছেন তারা।

খালেদা জিয়াকে গ্রহণ করতে বিএসএমএমইউয়ে অপেক্ষা করছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ পরিবারের সদস্যরা।

এর আগে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের আবেদনের ফাইলে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে

এরই মধ্যে কারা অধিদফতরে পৌঁছে গেছে। এখন কারা অধিদফতরের মুক্তির প্রক্রিয়ার শেষ করার অপেক্ষা।

কারা সূত্র জানায়, সাজা বাতিলের ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যায়। সেখানে স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষরের পর কারা অধিদফতরে যায়। কারা অধিদফতর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করবে। সেই কাগজ নিয়ে বিএসএমএমইউয়ে গিয়ে খালেদাকে মুক্তি দেবেন জেল সুপার।

আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা জানান, ফাইলটি কারা অধিদফতরে এসেছে। খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা চলছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী জানান, কারা অধিদফতর থেকে আমাকে ফোন দেয়া হয়েছিল। আমি কাগজটি নিতে অধিদফতরে যাচ্ছি।

মুক্তির শর্ত হিসেবে বাসায় অবস্থান করতে হবে খালেদা জিয়াকে। চিকিৎসা নিতে হবে দেশেই। সাজা মওকুফকালীন ছয় মাস তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।

এর আগে মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ করেই ডাকা সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়াকে মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দুই শর্তে তাকে মুক্তি দেয়ার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খালেদা জিয়া বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং বিদেশ যেতে পারবেন না- এমন শর্তে তাকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সরকারি এ সিদ্ধান্ত জানার পর থেকে বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মী ও খালেদা জিয়ার পরিবার তার মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

বুধবার সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল তিনি মুক্তি পাবেন। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ডের কার্যকারিতা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশের নথি বুধবার সকালে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু বুধবার দুপুরে গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর আজ দুপুর ১২টার দিকে ওই নথি আমাদের কাছে এসেছে। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে। এর পরই ওই ফাইল কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়।

উল্লেখ্য, জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ড নিয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে বন্দি আছেন খালেদা জিয়া।

প্রথমে পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হলেও গত বছর ১ এপ্রিল থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়।

খালেদার জামিনের জন্য আইনজীবীরা গত দুই বছরে বহুবার আদালতে গেছেন, কিন্তু জামিন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে মার্চের শুরুতে খালেদা জিয়ার সাময়িক মুক্তি চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার খবর আসে

যুগান্তর

স্বজনরা খালেদাকে নিতে বিএসএমএমইউতে

দীর্ঘদিন কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিতে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ পরিবারের সদস্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে গিয়েছেন।

তার সাজা স্থগিতের আবেদনের ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে এরই মধ্যে কারা অধিদপ্তরে পৌঁছে গেছে। এখন কারা অধিদফতরের মুক্তির প্রক্রিয়ার

শেষ করার অপেক্ষা।

কারা সূত্র জানায়, সাজা বাতিলের ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যায়। সেখানে স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষরের পর কারা অধিদপ্তরে যায়। কারা অধিদপ্তরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করবে। সেই কাগজ নিয়ে বিএসএমএমইউতে গিয়ে খালেদাকে মুক্তি দেবেন জেল সুপার।

কালের কণ্ঠ অনলাইন